দৈনিক জনকণ্ঠ
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম ... 7 .....

31

পাঁচ মেডিক্যাল কলেজের সমস্যা

প্রায় ১২ কোটি লোক অধ্যুষিত এই বাংলাদেশে কয়টি মেডিক্যাল কলেজ থাকা উচিত? জনসংখ্যা ও প্রয়োজনের দিক থেকে ভাবলে বলা যায় দুই কি তিন ডজন উন্নতমানের মেডিক্যাল কলেজও বাংলাদেশে থাকতে পারে। দু'হাজার সাল নাগাদ 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ইত্যাদি যত গালভরা বুলিই আওড়ানো হোক, রাজধানী ও শহরাঞ্চলগুলোতে বেসরকারী ক্লিনিকের রমরমা ব্যবসার যতই প্রসার ঘটে থাকুক, গুটিকয়েক সরকারী হাসপাতালের সিঁড়িতে, বারান্দায় যত রোগীই গড়াগড়ি করুক এ দেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় আশি জন আজও আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। আজও রোগব্যাধি নিয়ে পরপারে পাড়ি দেয়ার সময় তারা ডাক্তারের মুখ দেখতে পায় না। আজও অজ্ঞ, মূর্খ, ভণ্ড, প্রতারক, গুণীন-বৈদ্য-হাতুড়ে অপচিকিৎসকদের হাত ধরেই তাদেরকে পা বাড়াতে হয় কবরের পথে। দেশে প্রয়োজনের তুলনায় ডাক্তারের স্বল্পতা ভয়াবহ। গ্রামাঞ্চল তো প্রায় ডাক্তারশূন্য। সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল শোচনীয়। হাসপাতাল আছে তো প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার-বিশেষজ্ঞ নেই। ডাক্তার আছে তো ওষুধ, চিকিৎসার আধুনিক উপকরণ ও সরঞ্জামাদি নেই, সুযোগ-সুবিধা নেই। কর্তব্য, দায়িত্ববোধ এবং আন্তরিকতার অভাবজনিত মহাঅভিশাপের কথা নাই বা বলা হলো। দেশের পুরনো প্রতিষ্ঠিত ৭টি মেডিক্যাল কলেজ থেকে যাঁরা ডাক্তার হয়ে বের হন তাঁদেরও কর্মসংস্থান হয় না। সুযোগ পেলেই অনেকে বিদেশে চলে যান, নতুবা শহরে পড়ে থাকেন। গ্রামমুখী কেউ সহজে হতে চান না।

দেশে ডাক্তার স্বল্পতাই মূলত মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধির তথা নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের দাবিকে তীব্রতর করে তোলে। বেসরকারী উদ্যোগে যে দু'টি মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে সেগুলো চাহিদার সমুদ্রে বিন্দুবৎ। তদুপরি, লাখ-কোটিপতির সন্তান ছাড়া সেগুলোতে প্রবেশাধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সেখানেও মেডিক্যাল শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আর সুযোগ-সুবিধা কতটা বিদ্যমান সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ রয়েছে।

সরকারী উদ্যোগে মেডিক্যাল শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নতুন নতুন মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি পূরণকে জনগণের আধুনিক চিকিৎসালাভের প্রয়োজনের নিরিখেই বিচার করা উচিত। রাজনৈতিক স্ট্যান্ট বা ফায়দা লাভের উপায় হিসাবে নয়— এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দিনাজপুর, বগুড়া, খুলনা, ফরিদপুর ও কুমিল্লায় '৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে যে পাঁচটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় সেগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করলে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে স্থাপিত হলেও এগুলো এখনও একনেক-এর অনুমোদন লাভ করেনি। ফলে এই নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর অস্তিত্ব এখনও অনিশ্চিত।

এই পাঁচটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেছে। তারা ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জন এবং সকল প্রকার একাডেমিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে একনেক-এর স্বীকৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএমডিসির রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষক সমস্যার সমাধান, কলেজ হাসপাতাল নির্মাণ ও হাসপাতালে একাডেমিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ, হাসপাতালে বিভাগভিত্তিক অধ্যাপক, আরপিএস ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ, একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস ও লাইব্রেরি নির্মাণ, দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়োগ ইত্যাদি। দাবির তালিকাটি দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না যে, পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল শিক্ষা প্রদানের জন্য, পরিপূর্ণ ডাক্তার তৈরির জন্য যা যা থাকা অপরিহার্য সেসব এই নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোতে নেই। একনেক-এর অনুমোদন ছাড়া, প্রয়োজনীয় স্থানীয় ও বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান ছাড়া প্রাইমারি স্কুল খোলার মতো করে মেডিক্যাল কলেজ কিভাবে খোলা যায় তা সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। হাসপাতাল নেই, উপযুক্ত শিক্ষক নেই, বিভাগভিত্তিক বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক নেই, ছাত্রাবাস-লাইব্রেরি-টেকনিশিয়ান নেই— এ ধরনের মেডিক্যাল কলেজ কোন্ মানের ডাক্তার তৈরি করবে? নিঃসন্দেহে অত্যন্ত নিম্নমানের। সে রকম ডাক্তারের প্রয়োজন আছে কি? তাদের ভবিষ্যতই বা কি?

বলাবাহুল্য, নিম্নমানের ডাক্তার তৈরির কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। তার চাইতে যদি চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে প্রচুর সংখ্যক 'নগ্নপদ ডাক্তার' তৈরি করে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে দেয়া হতো তবে জনগণের কিছু উপকার হতো।

পরিশেষে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর ব্যাপারে কি করা হবে। ছাত্ররা এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছে— যেহেতু তাঁরই নির্দেশে এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরাও মনে করি প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ এখানে অপরিহার্য। এই মেডিক্যাল কলেজগুলো এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার মধ্যে আর ফেলে রাখা উচিত নয়।